০৮-০৭-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ১৯-১২-৮৩ মধুবন

পরমাত্মা ভালোবাসা - নিঃস্বার্থ ভালোবাসা

আজ স্নেহের সাগর বাবা তাঁর স্নেহী বাচ্চাদের দেখছেন । সব বাচ্চাই স্নেহী, কিন্তু তবুও তারা নম্বরক্রমে । এক, যারা বাবাকে ভালোবাসে । দ্বিতীয়, যারা ভালোবাসার দায়িত্ব পালন করে । তৃতীয়, সদা স্নেহস্বরূপ হয়ে স্নেহের সাগরে ডুবে থাকে, তাদেরকে বলা হয় লাভলীন বাচ্চা । লাভলী আর লাভলীন এই দু'য়ের মধ্যে ফারাক আছে । বাবার হওয়া অর্থাৎ স্নেহী, লাভলীন হওয়া । পুরো কল্পে কখনও অন্য কারও থেকে ঈশ্বরীয় স্নেহ, পরমাত্ম ভালোবাসা প্রাপ্ত হতে পারেনা । পরমাত্ম ভালোবাসা অর্থাৎ নিঃস্বার্থ ভালোবাসা । পরমাত্ম ভালোবাসা এই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জন্মের আধার । পরমাত্ম ভালোবাসা জন্ম জন্ম ধরে ডাকার প্রত্যক্ষ ফল । পরমাত্ম ভালোবাসা নবজীবনের দান । পরমাত্ম ভালোবাসা না থাকলে জীবন নীরস, শুকনো আখের মতো । পরমাত্ম ভালোবাসা বাবার কাছে নিয়ে আসার সাধন । পরমাত্ম ভালোবাসা সদা বাপদাদার সঙ্গ অর্থাৎ পরমাত্মাকে তোমার সাথী অনুভব করায় । পরমাত্ম ভালোবাসা মেহনত করা থেকে তোমাদের মুক্ত করে যোগযুক্ত স্থিতির সাথে সহজ এবং সদা যোগী হওয়ার অনুভব করায় । পরমাত্মা ভালোবাসা সহজেই তিন ধাপ পার হতে সমর্থ বানায় ।
১) দেহভাবের বিস্মৃতি । ২) দেহের সর্ব সম্বন্ধের বিস্মৃতি । ৩) দেহের এবং দেহগত দুনিয়ার আকর্ষণীয় সমস্ত বস্তুর আকর্ষণের প্রাপ্তি সহজেই সমাপ্ত হয়ে যায় । তোমাদের কোনকিছু ত্যাগ করার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির ভাগ্য স্বতঃই তোমাদের ত্যাগ করিয়ে দেয় । সুতরাং তোমরা প্রভু-অনুরাগী বাচ্চারা ত্যাগ করেছো নাকি তোমাদের ভাগ্য অর্জন করেছো ? কি ত্যাগ করেছো তোমরা ? অনেক তাপ্পি দেওয়া বস্ত্র, অন্তিম জন্মের ক্ষয়প্রাপ্ত পুরানো দেহের ত্যাগ করেছো, এটা ত্যাগ ? কার্যতঃ, যেটা চালাতে তোমরা নিজেরাই বাধ্য হও, সেটার বদলে তোমরা লাইটের ফরিস্তাস্বরূপ আকার লাভ করছো যাতে কোনো ব্যাধি নেই, কোনো পুরানো সংস্কার স্বভাবের অংশমাত্র নেই, কোনো দেহের সম্বন্ধ নেই, মনের কোনো চঞ্চলতা নেই, বুদ্ধির এদিকে ওদিকে যাওয়ার অভ্যাস নেই - যদি এইরকম ফরিস্তাস্বরূপ, প্রকাশময় কায়া প্রাপ্ত হওয়ার পর তোমাদের পুরানো দেহ ছাড়তে হয়, তবে কি এটা ছাড়া হলো ? কি দিয়েছ আর কি নিয়েছ ? এটা ত্যাগ নাকি ভাগ্য ? একইভাবে, দেহের স্বার্থ-সম্বন্ধী, সুখ-শান্তির স্বাচ্ছন্দ কেড়ে নেওয়া বিনাশী সম্বন্ধী, যারা এই মুহূর্তে ভাই আর পর মুহূর্তে স্বার্থবশে শত্রু হয়ে যায়, যারা তোমাকে দুঃখ দেয়, প্রতারক হয়ে যায়, যারা তোমাদের মোহরস্যিতে বাঁধে, যদি তোমরা এইরকম সব সম্বন্ধ ছেড়ে এক -এর মধ্যে সুখদায়ী সর্ব সম্বন্ধ প্রাপ্ত করলে, তবে কি আর ত্যাগ করলে তোমরা ? যারা সদা তোমাদের থেকে নিচ্ছে সেই সমস্ত সম্বন্ধ ছেড়েছো , কারণ সব আত্মা নিয়েই থাকে, দেয়না কিছুই । এক এবং একমাত্র বাবা তোমাদের দাতার ভালোবাসা দেন, তোমাদের থেকে কিছু নেওয়ার কোনো অভিপ্রায় নেই । যত ধর্মাত্মা, মহাত্মা, পুন্যাত্মাই হোক, গুপ্তদানী হোক, তবুও কিছু হলেও তারা নিয়েই থাকে, তারা দাতা নয় । তাদের অন্তত পবিত্র ভালোবাসা নেওয়ারও তো আকাঙ্খা থাকে । বাবা পূর্ণ সাগর, আর সেই কারণে তিনি দাতা, একমাত্র পরমাত্ম ভালোবাসাই দাতার ভালোবাসা । এই কারণে তাঁকে তোমরা দাওনা, বরং তাঁর থেকে তোমরা নাও । একইভাবে, তোমাদের নিজেদের জন্য বিনাশী বিষয়ের ভোগ অর্থাৎ বিষ ভরা বিষয় ভোগ । বারবার বিনাশী পদার্থ ভোগ করে আমিত্ব বোধের জালে জড়িয়ে কি হয়ে গেছ তোমরা ? খাঁচার বিহঙ্গ হয়ে গেছ, তাই না ! এমন পদার্থ তোমাদের কাঙালপতি বানিয়ে দিয়েছে । এইসব পদার্থের বদলে তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ লাভ করো, যা তোমাদের পদ্মাপদমপতি বানিয়ে দেয় ।

সুতরাং, কোটি কোটি (পদম) পেয়ে নগন্য অর্থাৎ খড়মূল্য পদার্থের ত্যাগ ! এটা কি ত্যাগ হলো ! পরমাত্ম ভালোবাসা তোমাদের ভাগ্য এনে দেয় । ত্যাগ নিজে থেকে হয়েই আছে । যারা এইরকম সহজ এবং সদা যোগী তারাই শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান হয় ।

কখনো কখনো বাবার সামনে কোনো কোনো প্রিয় বাচ্চারা তাদের ভালোবাসা প্রদর্শন করে, বলে, আমি এত ত্যাগ করেছি ! আমি এত ত্যাগ করলাম, তবুও কেন এমন হলো ! বাপদাদা স্মিত হেসে জিজ্ঞাসা করেন, কি ছেড়েছ আর কি পেয়েছ, সেটার লিস্ট বানাও । কোনদিকের পাল্লা বেশি ভারী ? ত্যাগের নাকি প্রাপ্তির ? আজ নয়তো কাল, কিছু জিনিস তোমাদের বাধ্য হয়েই ছাড়তে হবে, অতএব, আগে থেকেই বিচক্ষণতার সাথে প্রাপ্ত করে তারপর যদি ছেড়ে দাও, তবে সেই ত্যাগ কি ত্যাগ হলো ! ভাগ্য বর্ণনের সামনে ত্যাগের মূল্য কড়িসম, ভাগ্য হীরক মূল্যের । এইরকমই তো বিশ্বাস করো, তাই না ! নাকি মনে করো অনেক ত্যাগ করেছ ? তোমরা ত্যাগ করো নাকি কিছু লাভ করো ? কখনো স্বপ্নেও যদি এই সঙ্কল্প করো তবে কি হবে ? আমি এটা করেছি বা আমি ওটা ত্যাগ করেছি – এইরকম বলায় তোমার ভাগ্যরেখা মুছে যাওয়ার তুমি নিমিত্ত হয়ে যাও । সুতরাং স্বপ্নেও কখনো এমন সঙ্কল্প কোরোনা ।

প্রভুপ্রেম সদা সমর্পণ ভাব স্বতঃই অনুভব করায় । সমর্পণ ভাব বাবা সমান বানায় । পরমাত্ম ভালোবাসা বাবার সকল সম্পদের ভান্ডারের চাবি কারণ ভালোবাসা এবং স্নেহ তোমায় অধিকারী আত্মা বানায় । বিনাশী স্নেহ, দেহ নির্ভর স্নেহ তোমার রাজ্যভাগ্যের লক্ষ্য ভ্রষ্ট করে দেয় । অনেক রাজা বিনাশী স্নেহের পেছনে রাজ্যভাগ্য খুইয়েছে । তারা রাজ্যভাগ্য'র থেকেও বিনাশী স্নেহ শ্রেষ্ঠ মনে করেছে । তোমরা যে রাজ্যভাগ্য নষ্ট করেছ, পরমাত্ম ভালোবাসা তা' সদাকালের জন্য প্রাপ্ত করতে তোমাদের সমর্থ বানায় । ডবল রাজ্য অধিকারী বানায় । তোমরা স্বরাজ্য এবং বিশ্ব রাজ্য প্রাপ্ত করো ।. এইভাবে পরমাত্ম ভালোবাসা প্রাপ্তকারী তোমরা বিশেষ আত্মা । সুতরাং, শুধু ভালোবাসা নয়, ভালোবাসায় নিমজ্জিত হয়ে লাভলীন আত্মা হও । নিমজ্জিত যারা, তারা সমান – এইরকম অনুভব করো, তাই না !

নতুন নতুন এসেছে, সুতরাং, এগিয়ে যাওয়ার জন্য শুধু একটা বিষয়ে খেয়াল রাখো । সদা প্রভুপ্রেমের তৃষ্ণা নয়, বরং প্রভুপ্রেমের পাত্র হও । পাত্র হওয়াই সুপাত্র হওয়া । এটা সহজ, তাই না ! সুতরাং এইভাবে সামনে এগিয়েচলো । আচ্ছা !

এমন সুপাত্র বাচ্চাদের, প্রভুপ্রেমের অধিকারী আত্মাদের, প্রভু-ভালোবাসা দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্য প্রাপ্তকারী ভাগ্যবান আত্মাদের, সদা স্নেহের সাগরে ডুবে থাকা বাবা সমান বাচ্চাদের, সর্বপ্রাপ্তির ভান্ডার সম্পন্ন আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

এখন সময় অনুযায়ী সকাশ দেওয়ার সেবা করো (অব্যক্ত মহাবাক্য)
সময় এমন যে এখন চতুর্দিকে তোমাদের মন্সা দ্বারা সকাশ এবং ভাইব্রেশন দেওয়ার কাজ করতে হবে যাতে বায়ুমন্ডল তৈরি হয় । এখন এই সেবার আবশ্যকতা আছে, কারণ সময় ক্ষণে ক্ষণে বদল হতে যাচ্ছে, এইজন্য নিজের উড়তি কলা দ্বারা ফরিস্তা হয়ে চারিদিকে পরিভ্রমণ করো আর যাদের যা চাই, শান্তি, খুশি বা সন্তুষ্টি, ফরিস্তা রূপে তাদের সেইসবের অনুভূতি করাও । তারা যেন অনুভব করে যে তোমরা সব ফরিস্তাদের দ্বারা তারা শান্তি, শক্তি, খুশি লাভ করছে । অভ্যন্তরীণ

অর্থাৎ অন্তিম স্থিতি, পাওয়ারফুল স্থিতিই তোমাদের অন্তিম বাহন । তোমাদের এই রূপ নিজেদের সামনে ইমার্জ করে ফরিস্তা রূপে সকাশ দিতে দিতে চারিদিকে পরিভ্রমণ করো । একমাত্র তখনই গীত গাওয়া হবে যে শক্তিরা এসে গেছে . . . ! তারপর তোমরা সব শক্তিদের দ্বারা সর্বশক্তিমান স্বতঃই প্রত্যক্ষ হয়ে যাবেন ।

সাকার রূপে তোমরা দেখেছ, একটা সময় ছিল যখন এমন তরঙ্গ থাকতো, তখন দিনরাত নির্বল আত্মাদের সকাশ দিতে এবং তাদের মধ্যে বল ভরতে তিনি বিশেষ অ্যাটেনশন দিতেন । এমনকি রাতের বেলাতেও সময় বার করে আত্মাদের মধ্যে সকাশ ভরার সার্ভিস করতেন । সুতরাং এখন তোমাদের সবাইকে লাইট-মাইট হাউজ হয়ে এই সকাশ দেওয়ার সার্ভিস বিশেষভাবে করতে হবে যাতে লাইট মাইটের প্রভাব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে । এই দেহের দুনিয়ায় যা কিছুই ঘটতে থাকুক, কিন্তু তোমরা ফরিস্তারা উপর থেকে সাক্ষী হয়ে সবার পার্ট লক্ষ্য করে সকাশ দিতে থাকো, কারণ বেহদ বিশ্ব কল্যাণের জন্য সবাই তোমরা নিমিত্ত । অতএব, সাক্ষীদ্রষ্টা হয়ে সব খেলা দেখতে দেখতে সকাশ দেওয়ার অর্থাৎ সহযোগ দেওয়ার সার্ভিস করো । সীট থেকে নেমে সকাশ দিওনা । শ্রেষ্ঠ স্থিতিতে স্থিত থেকে দাও, তবে কোনরকম বাতাবরণের প্রভাব তোমাদের ওপর পড়বে না ।

বাবা যেমন অব্যক্ত বতনে, এক জায়গায় বসে সমগ্র বিশ্বের বাচ্চাদের পালনা করছেন, সেইভাবে তোমরা বাচ্চারাও একস্থানে বসে বাবা সমান বেহদের সেবা করো । ফলো ফাদার করো । বেহদে সকাশ দাও । বেহদের সেবায় যদি নিজেকে বিজি রাখো, তবে বেহদের বৈরাগ্য নিজে থেকেই আসবে । তোমরা নিরন্তর এই সকাশ দেওয়ার সেবা করতে পারো । এতে তোমাদের স্বাস্থ্যের এবং সময়ের সমস্যার বিষয় ইত্যাদিগুলো সহজেই সমাধান হয়ে যায় । দিনরাত বেহদের সেবায় নিজেকে যুক্ত রাখতে পারো । যখন বেহদকে সকাশ দেবে, যারা তোমার কাছাকাছি থাকবে তখন তারাও সকাশ নিতে থাকবে । বেহদের এই সকাশ দেওয়ায় বায়ুমণ্ডল অটোমেটিক্যালি তৈরি হয়ে যাবে ।

তোমরা ব্রাহ্মণরা বিশেষ বৃক্ষকান্ড, আদি রত্ন । বৃক্ষকান্ড থেকে সবার কাছে সকাশ প্রবাহিত হয় । সুতরাং, যারা কমজোর তাদের বল দাও । নিজের পুরুষার্থের সময় অন্যদের সহযোগ দাও । অন্যদের সহযোগ দেওয়া অর্থাৎ নিজের জন্য জমা করা । এখন এমন তরঙ্গ ছড়িয়ে দাও, "আমাকে দিতে হবে । আমাকে দিতে হবে । আমাকে শুধুই দিতে হবে" । স্যালভেশন অর্থাৎ উদ্ধারের উপায় আমি খুঁজছি না, কিন্তু আমাকে স্যালভেশন অর্থাৎ অন্যদের মুক্তির পথ বলে দিতে হবে । দেওয়ার মধ্যেই নেওয়া নিহিত আছে । যদি তোমরা এখন থেকে স্ব-কল্যাণের শ্রেষ্ঠ প্ল্যান তৈরি না করো, তবে বিশ্ব সেবায় সকাশ লাভ করা যাবেনা, এইজন্য এখন সকাশ দ্বারা সবার বুদ্ধি পরিবর্তন করার সেবা করো । তখন তোমরা দেখবে সাফল্য কেমন তোমাদের সামনে নিজেই ঝুঁকবে । মন্সা, বাচার শক্তি দ্বারা বিঘ্নরূপী পর্দা সরিয়ে দাও । তখনই পর্দার পিছনের কল্যাণের দৃশ্য তোমরা দেখতে পাবে ।

জ্ঞান মননের সাথে শুভ ভাবনা, শুভ কামনার সঙ্কল্প, সকাশ দেওয়ার অভ্যাস, মনের নীরবতা এবং ট্রাফিক কন্ট্রোলের মাঝে মাঝে দিনকেও নির্ধারণ করো । যদি কেউ ছুটি না-ও পায়, সপ্তাহে একদিন ছুটি তো পাওয়াই যায়, তখন সেই অনুযায়ী নিজের নিজের জায়গার প্রোগ্রাম ফিক্স করো । কিন্তু একান্তবাসী হতে এবং তোমাদের ধন ভাণ্ডারের জন্য মিতব্যয়ী হতে বিশেষ প্রোগ্রাম অবশ্য বানাও, কারণ এখন চতুর্দিকে মনের দুঃখ আর অশান্তি, মনের মর্মান্তিক যন্ত্রণা অতি তীব্রগতিতে বাড়ছে । বিশ্বের আত্মাদের জন্য বাপদাদা করুণা বোধ করছেন । অতি তীব্রগতিতে যত দুঃখের তরঙ্গ বাড়ছে,

ততোই তোমরা সুখদাতার বাচ্চারা চারিদিকের আত্মাদের নিজের মন্সা শক্তি দ্বারা, মন্সা সেবা এবং সকাশ সেবার দ্বারা সুখের বিন্দু অনুভব করাও । হে দেব আত্মা ! পুণ্য আত্মাগণ ! নিজেদের ভক্তদের সকাশ দাও ।

বৈজ্ঞানিক সকলেও ভাবছে এমন বস্তুর ইনভেনশন হোক যার মাধ্যমে সব দুঃখ সমাপ্ত হয়ে যাবে । যতই হোক, তারা যে সাধন বস্তুই উদ্ভাবন করুক, তা' সুখ দেওয়ার সাথে দুঃখও দেয় । তারা অবশ্যই ভাবে যে শুধু সুখের প্রাপ্তি ব্যতীত কোনরকম দুঃখ হবেনা, কিন্তু তারা নিজেরাই অর্থাৎ আত্মাতেই সুখের অনুভব নেই, তাহলে অন্যকে সুখ কিভাবে দিতে পারবে ! তোমাদের সবার কাছে তো সুখ-শান্তির, প্রকৃত নিঃস্বার্থ ভালোবাসার স্টক জমা আছে, সুতরাং এই সব তাদের দান করো । স্পেশ্যাল অ্যাটেনশন রাখো, চতুর্দিকে স্মরণের পাওয়ারফুল ভাইব্রেশন তোমাদের ছড়াতে হবে । উঁচু টাওয়ার যেমন সর্বত্র সকাশ দেয় অর্থাৎ বিদ্যুৎ দেয়, লাইট মাইট ছড়ায়, সেইরকম উঁচু স্থিতিতে স্থিত হয়ে রোজ কমপক্ষে চার ঘন্টা এমন ভাবো যে আমি উঁচু থেকেও উঁচু স্থানে বসে বিশ্বকে লাইট আর মাইট দিচ্ছি । বাপদাদা এখন বাচ্চাদের থেকে এটাই চান যে তারা ফাস্ট (দ্রুত) সার্ভিস শুরু করুক । যা হয়েছে তা' খুব ভালো হয়েছে । এখন সময় অনুসারে অন্যদের বাণী দ্বারা সেবার অধিক চান্স দাও । এখন অন্যদের মাইক বানাও, আর তোমরা মাইট হয়ে সকাশ দাও । তাহলে, তোমাদের সকাশ এবং তাদের বাণী ডবল কাজ করবে ।

গ্রুপের সাথে : -
প্রশ্নঃ - মহা তপস্যা কি, যে তপস্যার বল বিশ্ব পরিবর্তন করতে পারে ?

উত্তরঃ - এক এবং একমাত্র বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয় - এটাই মহা - তপস্যা । যারা এমন স্থিতিতে থাকে তারা মহা তপস্বী । তপস্যার বল শ্রেষ্ঠ বল হিসেবে গাওয়া হয়ে থাকে । এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয় - এই তপস্যায় যারা থাকে, তাদের অনেক বল । এই তপস্যার বল বিশ্ব পরিবর্তন করে । হঠযোগী এক পায়ে দাঁড়িয়ে তপস্যা করে, কিন্তু তোমরা বাচ্চারা এক পায়ের ওপরে নয়, এক -এর স্মৃতিতে থাকো, শুধু একই এক । এইরকম তপস্যা বিশ্ব পরিবর্তন করবে । অতএব, এইরকম বিশ্ব কল্যাণকারী অর্থাৎ মহা তপস্বী হও । আচ্ছা ।

বরদানঃ - সমর্থ সঙ্কল্প দ্বারা জমার খাতা বাড়িয়ে হোলিহংস ভব

হংস যেমন কাঁকর আর রত্ন আলাদা করে, একইভাবে তোমরা হোলিহংসরা অর্থাৎ কোনটা সমর্থ আর কোনটা ব্যর্থ সেটা পরখ করতে পারো । হংস যেমন কখনো কাঁকর কুড়িয়ে নেয়না বরং আলাদা করে দেয়, সেগুলো একপাশে করে বাদ দিয়ে রাখে, গ্রহণ করেনা, তেমনই তোমরা হোলিহংসরা ব্যর্থকে ছেড়ে সমর্থ সঙ্কল্প ধারণ করো । অনেক সময়কাল পর্যন্ত ব্যর্থ শুনেছ, বলেছ, করেছ কিন্তু সেসবের পরিণামে সবকিছু খুইয়েছ । এখন হারানোর বদলে হিসেবের খাতায় জমা বৃদ্ধিকারী হও ।

স্লোগানঃ - যদি তুমি নিজেকে ঈশ্বরীয় মর্যাদার বলয়ে বেঁধে নাও, তবে সকল বন্ধন সমাপ্ত হয়ে যাবে ।